মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার,লেভেল-০৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড,রমনা,ঢাকা-১০০০
www.dme.gov.bd

স্মারক: নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.০১৯ (চট্টগ্রাম).১৭- 962 তারিখ: ১৬.১০.২০১৭ খ্রি.

বিষয়: শাকপুরা দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদরাসায় উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের নিমিত্ত ২১.০৩.২০১৭ তারিখে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে অধক্ষ (শূন্য) পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করার কারণ ব্যাখ্যাসহ একটি প্রতিবেদন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য জনিত অসদাচরণের কারণে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এর এমপিও বাতিলসহ কেন প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না-এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: (১) শাকপুরা দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদরাসার স্মারক নং-শা/দা/কা//মা/আবেদন/১২২/১৭ তারিখ: ১৭.০৭.২০১৭ খ্রি.
(২) মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.০১৯(চট্টগ্রাম).১৭-৭২৫ তারিখ:২৫.০৯.২০১৭ খ্রিঃ
(৩)শাকপুরা দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদরাসার স্মারক নং-শা/দা/কা//মা/আবেদন/১২২/১৭ তারিখ: ১৭.০৭.২০১৭ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোস্থ ১ নং স্মারক মূলে উল্লেখিত মাদরাসার অধক্ষে (ভারপ্রাপ্ত) কর্তৃক উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ বিষয়ে ডিজির প্রতিনিধি চেয়ে একটি আবেদন মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে দাখিল হয়।

০২. আবেদন ও আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদটিও শূণ্য রয়েছে।

০৩. মাদরাসাটি চট্টগ্রাম জেলার ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাদরাসাটির দাপ্তরিক ও শিক্ষা ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ একটি প্রতিবেদন চেয়ে সূত্রোস্থ ২ নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে একটি পত্র মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

০৪. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক চাহিত তথ্যসহ একটি জবাবী পত্র মহোদয় কর্তৃক সূত্রোস্থ ৩ নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

০৫. মহোদয় কর্তৃক দাখিলকৃত জবাবী পত্র এবং অন্যান্য তথ্য ও কাগজ-পত্র যাচাই ও পর্যালোচনায় দেখা যায়-

মাদরাসাটির (শাকপুরা দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদরাসা) অধ্যক্ষ পদ ০১.০১.২০১৭ খ্রি. তারিখ হতে শূণ্য রয়েছে। অথচ উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের নিমিত্ত ২১.০৩.২০১৭ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ উপাধ্যক্ষ পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশকালে অধ্যক্ষ পদটিও শূণ্য ছিল। কিন্তু অধ্যক্ষ পদ পূরণের নিমিত্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়নি।

০৬. সূত্রোস্থ ৩ নং স্মারক পত্রে " বর্তমানে অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ/উপধ্যক্ষের পদ শূণ্য রয়েছে তবে, গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তের আলোকে দুটি পদই পর্যায়ক্রমে প্রথমে উপাক্ষের পরবর্তীতে অধ্যক্ষ পূরণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় " মর্মে উল্লিখিত হয়েছে।

০৭. মহোদয় কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত শিক্ষক তালিকা পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে,বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব শাহ মুহাম্মদ আমানত উল্লাহ জ্যেষ্ঠ্যতা বিবেচনায় ৫ম স্তরে রয়েছেন। অর্থাৎ এমপিও এর তারিখ বিচেনায় তাঁর চেয়ে জ্যেষ্ঠ চার জন শিক্ষক (জনাব মো: এহসান উল্লাহ, মুফাচ্ছির, জনাব আব্দুল গফুর তালুকদার, প্রভাষক, আরবি, জনাব মো: অপাবুল কাশেম, প্রভাষক,আরবি ও জনাব কাজী মোতাহের হোসেন, প্রভাষক,ইতিহাস) রয়েছেন।

০৮. উপরিউক্ত পর্যালোচনার আলোকে নিম্নোক্ত তথ্যাদি জানা দরকার-

(ক) অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের দু'টি পদই শূণ্য থাকা সত্বেও কেবল উপাধ্যক্ষের পদে বিপরীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কারণ কি?

(খ) অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষপদ দু'টির মধ্যে অধ্যক্ষ পদটি উপাধক্ষ পদ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে একটি পদের জন্য নিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকলেও সেক্ষেত্রে প্রথমে অধ্যক্ষ পদের বিপরীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি কেন ? (যদিও দু'টি পদের জন্যই একই সাথে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা প্রয়োজন ছিল) ।

(গ) অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদ দু'টিতে এক সাথে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান না করে পর্যায়ক্রমে প্রথমে উপাধ্যক্ষ ও পরে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ সংক্রান্ত গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত কোন বিধি/নীতিমালা অনুসারে গৃহীত হয়েছে (বিধি/নীতিমালা উল্লেখসহ)।

(ঘ) উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বিধি/নীতিমালা অনুসরণ করা না হয়ে থাকলে গভর্নিং বডি কর্তৃক এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্য/কারণ কি?

(ঙ) অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ সম্পন্ন করার বিষয়ে বর্তমান অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এর কিকি পরিকল্পনা বিবেচনায় আছে?

(চ) অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ নিয়োগের কার্যক্রমটি কবে নাগাদ শেষ হবে ?

(ছ) চার জন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মহোদয় (জনাব শাহ মুহাম্মদ আমানত উল্লাহ) কেন এবং কোন বিধি/নীতিমালার ভিত্তিতে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) এর দায়িত্বে অবস্থান করছেন (বিধি/নীতিমালা উল্লেখসহ)?

(জ) তিনি (জনাব শাহ মুহাম্মদ আমানত উল্লাহ) কত দিন ধরে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ?

(ঝ) জ্যেষ্ঠ শিক্ষক থাকা সত্বেও কনিষ্ঠ শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন কি-না ?

(ঞ) পারলে কোন বিধি/নীতিমালা ভিত্তিতে (বিধি/নীতিমালা উল্লেখসহ)?

(ট) না পারলে কেন তিনি (জনাব শাহ মুহাম্মদ আমানত উল্লাহ) এ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন (কারণ ব্যাখ্যাসহ)?

(ঠ) বর্তমানে অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে বর্ণিত মাদরাসায় জনাব শাহ মুহাম্মদ আমানত উল্লাহ দায়িত্ব পালন করেছেন কি-না ?

০৯. উল্লেখ্য যে,মহোদয়কে (জনাব শাহ মুহাম্মদ আমানত উল্লাহ) জ্যেষ্ঠতম শিক্ষকের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করার জন্য মৌখিকভাবে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা সত্বেও তিনি তা পালন করেননি বিধায় তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য জনিত অসদাচরণের শামিল মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০. দাপ্তরিক প্রয়োজনে উপরিউক্ত তথ্য প্রয়োজন।

১১. এমতাবস্থায় উপরে চাহিত মতে তথ্যসহ একটি প্রতিবেদন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অমান্য (জ্যেষ্ঠতম শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব প্রদান না করা) জনিত অসদাচরণের কারণে মহোদয়ের এমপিও বাতিলসহ কেন প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না-এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আগামি ২৬.১০.২০১৭ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে এ অধিদপ্তরে প্রেরণ নিশ্চতকরার জন্য মহেপাদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

15.10.17
মো: আফাজ উদ্দীন
সহকারী পরিচালক (সর: ও সিনি:মাদরাসা)
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা
ফান নং- ৯৩৪৫৮৮০
ই-মেইল-dgdmeb@gmail.com

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
শাকপুরা দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদরাসা,বোয়ালখালী ।

অনুলিপি
১.সচিব, কারিগরী ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২.পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল।
৩.জেলা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম ।
৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম ।
৫.অফিস কপি।